সমকাল

তারিখ ০৫ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

মানসম্মত শিক্ষার জন্য

বিশ্ব শিক্ষক দিবস | ড. এম এ মাননান

উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আজ ৫ অক্টোবর, বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর পালন করা হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। পৃথিবীর সব দেশের সমাজের কাছে এ দিনটি অত্যন্ত গৌরব ও মর্যাদার। শিক্ষক দিবস পালনের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্বের ১৬৭টি দেশের ২১০টি জাতীয় সংগঠনের প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠন 'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল' গঠিত হয়। এ আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক প্রণীত দলিলটি যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করার অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ক্রমাগত অনুরোধ ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক এম মেয়রের যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের শুভ সূচনা করা হয়। ১৯৯৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত সাফল্যকে সমুন্নত রাখাসহ আরও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশে এ দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।

এ দিবসটি পালনে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন মূল ভূমিকা রাখে। দিবসটি উপলক্ষে ইআই প্রতি বছর একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তবে শিক্ষকরা সে মেরুদণ্ডের স্রষ্টা। গোটা মনুষ্য সমাজের মধ্যে নৈতিক বিচারে শিক্ষকদের চেয়ে সম্মানিত ও শিক্ষকতার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশা আর একটিও নেই।

গত দুই বছর বেশ অস্বস্তির মধ্যে কেটেছিল দিনটি। কারণ সে সময় সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পৃথক বেতন কাঠামোসহ বেশ কিছু দাবিতে আন্দোলনে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। সম্মানীয় শিক্ষকরা নিজেদের মর্যাদার জন্য আন্দোলন করেছেন, এটা দুঃখজনক। তারা সবার স্যার, সবার গুরুজন, পণ্ডিত মানুষ। তারা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষাদান করেন, এটা তাদের মর্যাদা, যা কারও সঙ্গেই তুলনা হয় না। অবশ্য এক সময় আমাদের এই আহ্বান সবাই বুঝতে পারেন। সম্মানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষকরা এ সমাজের প্রাণ। পৃথিবীতে যিনি যত মহৎ হোন না কেন, তিনি কোনো না কোনো শিক্ষকের অধীনে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এখানেই শেষ নয়; দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্রের দুঃসময়ে সবার চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে জাতিমুক্তির কাণ্ডারি হিসেবে শিক্ষক সমাজ গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছে। তাই পৃথিবীতে যত সম্মানজনক পেশা আছে, তার মধ্যে শিক্ষকতা সর্বোচ্চ সম্মানিত পেশা। মানুষের মধ্যে যারা কৃতজ্ঞ শ্রেণির, তারা সার্বিকভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে কোনো না কোনো শিক্ষকের কাছে ঋণী এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তাদের সে অভিব্যক্তিও ফুটে ওঠে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানসম্মত শিক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে পাসের আধিক্য থাকলেও গুণগত মান নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা সব শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে।

এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান হিসেবে : ১. মানসম্মত শিক্ষক; ২. মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ ও ৩. মানসম্মত পরিবেশ নির্ধারণ করেছে। তবে এটাও ঠিক, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার উত্তরাঞ্চলে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুলগুলো। নদীতে বিলীন হয়েছে অসংখ্য স্কুল, পাঠশালা, মক্তব-মাদ্রাসা। তবে সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর শ্রমে অনেকটাই সে দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা।

অভীষ্ট সফলতার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে। অতীতের যে কোনো অবস্থার চেয়ে বর্তমান সরকার সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও এ বিষয়ে আন্তরিক। তাই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক। উল্লিখিত নানাবিধ সমস্যা নিরসনে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষক সমাজের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ইতিমধ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে এর প্রভাবও পড়েছে। সব বাধা-বিপত্তি পিছে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষক সমাজ সেই মানসম্মত, প্রাযুক্তিক, গুণগত, আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সফল হবেই হবে

এ বছর বিশ্বে শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যতীত দক্ষ কাঠমিস্ত্রি দিয়ে যেমন একটি ঘর তৈরি করা যায় না, তেমনি দক্ষ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব নয়। মানসম্মত শিক্ষা শিশুসহ সবার মৌলিক ও মানবিক অধিকার। তাই মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক, ছাত্র-অভিভাবক, বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সরকারের মধ্যে ঐক্য গড়ার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একজন শিক্ষকের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মতো। কাজেই শিক্ষকরা কোনো অবৈধ বা অন্যায় কাজে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে সন্তানতুল্য ছাত্র ও নিজ সম্প্রদায়কে কলুষিত করতে পারেন না। শিক্ষকরা সমাজ, রাষ্ট্রের আলোকবর্তিকার মতো কাজ করবেন। তবে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষাদান সামগ্রী ও ভৌত অবকাঠামো, যথার্থ শিখন পদ্ধতি, কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং গবেষণা ও উন্নয়নের স্বীকৃতি, সম্মানজনক বেতন, পেনশন, সামাজিক প্রাপ্তি ও চমৎকার কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অভীষ্ট সফলতার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে। অতীতের যে কোনো অবস্থার চেয়ে বর্তমান সরকার সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও এ বিষয়ে আন্তরিক। তাই সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক। উল্লিখিত নানাবিধ সমস্যা নিরসনে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষক সমাজের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ইতিমধ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে এর প্রভাবও পড়েছে। সব বাধা-বিপত্তি পিছে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষক সমাজ সেই মানসম্মত, প্রাযুক্তিক, গুণগত, আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সফল হবেই হবে।

আমরা দারুণ আশাবাদী। অনেক শিক্ষাবিদও শিক্ষা-শিক্ষকের মানোন্নয়নে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। এ দায়িত্ব থেকে দীর্ঘদিন ধরে আমিও একটি স্বপ্ন লালন করে আসছি। আমার জন্মস্থান কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বাবা-চাচারা মিলে ১৯৩৫ সালের দিকে একটি প্রাথমিক স্কুল তৈরি করেন। এর সংলগ্ন জায়গায় ১৯৯৪ সালে আমি একটি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। বিভিন্ন দেশের নানা মডেলের অনেক স্কুল ঘুরেছি, অভিজ্ঞতা নিয়েছি। গ্রামে গিয়ে শিক্ষকসহ সবার সঙ্গে কথা বলে সেসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছি। এক সময় ছোট্ট পরিসরের আমার এ স্কুল এ জেলার বাতিঘর হবে– সে স্বপ্নই এখন দেখি। মৃত্যুর পরও ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকদের মাঝে আমি বেঁচে থাকতে চাই।